بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হযরত ইবরাহীম আ
৪র্থ পর্ব
নবী কাহিনীঃ ৭ম

আসসালামু’আলাইকুম
ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া
বারাকাতুহ

বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, "আহলে কিতাবগণ (ইহুদীগণ) হিব্রু ভাষায় তাওরাত তিলাওয়াত করতেন এবং মুসলমানদের কাছে আরবীতে ব্যাখ্যা করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আহলে কিতাবদের বিশ্বাস করো না এবং তাদের অবিশ্বাস করো না, বরং বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি। কুরআন ২:১৩৬

বুখারী (রহঃ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, "আহলে কিতাবগণ (ইহুদীগণ) হিব্রু ভাষায় তাওরাত তিলাওয়াত করতেন এবং মুসলমানদের কাছে আরবীতে ব্যাখ্যা করতেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আহলে কিতাবদের বিশ্বাস করো না এবং তাদের অবিশ্বাস করো না, বরং বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি। [কুরআন ২:১৩৬]।

বিভ্রান্ত হওয়ার বিষয়ে, আপনার জানা উচিত যে শরিয়ত এমন কিছু নিয়ে আসতে পারে যা মানুষ সহজে বুঝতে পারে না, কিন্তু শরীয়ত এমন কিছু নিয়ে আসে না যা অসম্ভব।

আল-ইসরাঈলিয়াত (ইহুদী সূত্র থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন) সম্পর্কে আমাদের মনোভাব কি?

উত্তর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

শাইখ শাইখ-শানকীতী বলেনঃ জানা যায় যে, বনী ইসরাঈল (ইহুদীদের) থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তিন প্রকার হতে পারেঃ

১. যেগুলোর প্রতি আমাদের ঈমান আনতে হবে, যেগুলো কুরআন বা সুন্নাহকে সত্য বলে প্রমাণ করেছে।

২. যেগুলোতে আমাদের অবিশ্বাস করতে হবে, যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহ মিথ্যা প্রমাণ করেছে।

৩. যেগুলো আমাদের ঈমান আনা বা অবিশ্বাস করার অনুমতি নেই, যেগুলো সত্য বা মিথ্যা বলে কুরআন ও সুন্নাহতে প্রমাণিত নয়। এই সংজ্ঞা থেকে আমরা জানতে পারি যে, যেসব কাহিনী কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর সাথে সাংঘর্ষিক, যেগুলো বর্তমানে তাদের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে, যেগুলো নাযিলকৃত কিতাব থেকে এসেছে বলে দাবী করছে, সেগুলোকে অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে, কারণ সেগুলো সুদৃঢ় ওহীর গ্রন্থের পরিপন্থী, যা বিকৃত বা পরিবর্তিত হয়নি [অর্থাৎ কুরআন]। আর আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। সূত্র : আদওয়াউল বায়ান, ৪/২০৩, ২০৪

বাইতুল্লাহ হলো পৃথিবীতে মহান আল্লাহ তায়ালার অপূর্ব নিদর্শন। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই আল্লাহ তায়ালা বাইতুল্লাহকে তাঁর মনোনীত বান্দাদের মিলনমেলা হিসেবে কবুল করেছেন। ভৌগোলিকভাবেই গোলাকার পৃথিবীর মধ্যস্থলে কাবার অবস্থান। বাইতুল্লাহকে কেন্দ্র করে ইসলামের রাজধানী হিসেবে মক্কা জগত বিখ্যাত এবং সুপরিচিত। পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের জন্য সর্ব প্রথম এই বাইতুল্লাহ নির্মাণ করা হয়। এই বাইতুল্লাহ কে উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেনঃ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَ هُدًى لِّلْعَالَمِينَ**

অর্থঃ নিঃসন্দেহে সর্ব প্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে স্থাপন করা হয়েছে, যা মক্কায় অবস্থিত। যা বিশ্বাবাসির জন্য বরকতময় হেদায়েত। (সুরা ইমরান ৩:৯৬)

বাইতুল্লাহ প্রথম নির্মান নিয়ে সমাজে অনেক কথা প্রচলিত আছে। এই সকল কথার উত্তর খুজে পাওয়া যায় তাফসিরে ইবনে কাসিরে। তাফসিরে ইবনে কাসিরে সুরা বাকারার ১২৫ আয়াতের ব্যাখ্যায় এক পর্যায় লিখেনঃ “বাইতুল্লাহ সর্বপ্রথম নির্মাতা কেউ কেউ বলেন যে, কাবা শরীফ ফেরেশতাগণ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এ কথাটি নির্ভরযোগ্য নয়। কেউ কেউ বলেন যে, হযরত আদম (আঃ) সর্বপ্রথম পাঁচটি পর্বত দ্বারা কাবা শরীফ নির্মাণ করেন। পর্বত পাঁচটি হচ্ছেঃ (১) হেরা, (২) তুরে সাইনা, (৩) ভূরে যীতা, (৪) জাবাল-ই-লেবানন এবং (৫) জুদী। কিন্তু একথাটিও সঠিক নয়। কেউ বলেন যে, হযরত শীষ (আঃ) সর্বপ্রথম নির্মাণ করেন। কিন্তু এটাও আহলে কিতাবের কথা।

হাদিসের নামে জালিয়াতি কিতাবে ডক্টর আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীল রাহিমাহুল্লাহ লিখেনঃ আদম আলাইহিস সালাম বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেছিলেন বলে প্রচলিত আছে। মূলত বিভিন্ন ঐতিহাসিক, মুফাস্সির বা আলিমের কথা এগুলো। এ বিষয়ক হাদীসগুলো দুর্বল সনদে বর্ণিত। কোনো কোনো মুহাদ্দিস এ বিষয়ক সকল বর্ণনাই অত্যন্ত যয়ীফ ও বাতিল বলে গণ্য করেছেন। আল্লামা ইবনু কাসীর বাইতুল্লাহ বিষয়ক আয়াতগুলো উল্লেখ করে বলেন, এ সকল আয়াতে আল্লাহ সুস্পষ্ট জানিয়েছেন যে, একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য বিশ্বের সকল মানুষের জন্য নির্মিত সর্বপ্রথম বরকতময় ঘর বাইতুল্লাহকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নির্মাণ করেন। এ স্থানটি সৃষ্টির শুরু থেকেই মহা সম্মানিত ছিল। আল্লাহ সে স্থান ওহীর মাধ্যমে তাঁর খলীলকে দেখিয়ে দেন। তিনি আরো বলেন, “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটিও সহিহ হাদীস বর্ণিত হয়নি যে, ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর পূর্বে কাবা ঘর নির্মিত হয়েছিল...। এ বিষয়ক সকল বর্ণনা ইসরাঈলীয় রেওয়ায়াত। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এগুলোকে সত্যও মনে করা যাবে না, মিথ্যাও বলা যাবে না। (আল-বিদায়া ১/১৬৩, তাফসীর ইবন কাসীর ১/১৭৩-১৭৪, ৩/২১৬, হাদিসের নামে জালিয়াতি)

বায়তুল্লাহ নির্মাণ:

আল্লাহর হুকুমে ইবরাহীম আ নির্মাণ করেন। মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে ঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা তো বাক্কায়, বরকতময় ও সৃষ্টিজগতের দিশারী হিসাবে। সূরা আলে ইমরানঃ ৯৬

وَ اِذۡ یَرۡفَعُ اِبۡرٰهٖمُ الۡقَوَاعِدَ مِنَ الۡبَیۡتِ وَ اِسۡمٰعِیۡلُ ؕ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّا ؕ اِنَّکَ اَنۡتَ السَّمِیۡعُ الۡعَلِیۡمُ ২:১২৭

স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা‘বা গৃহের ভিত নির্মাণ করল এবং দো‘আ করল- ‘প্রভু হে! তুমি আমাদের (এই খিদমত) কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’। বাকারাঃ ১২৭

এই নির্মাণকালে ইবরাহীম (আঃ) কেন‘আন থেকে মক্কায় এসে বসবাস করেন। ঐ সময় মক্কায় বসতি গড়ে উঠেছিল এবং ইসমাঈল তখন বড় হয়েছেন এবং বাপ-বেটা মিলেই কা‘বা গৃহ নির্মাণ করেন। আল্লাহর ইচ্ছায় তখন থেকে অদ্যাবধি কা‘বা গৃহে অবিরত ধারায় হজ্জ ও ত্বাওয়াফ চালু আছে এবং হেরেম ও তার অধিবাসীগণ পূর্ণ শান্তি, নিরাপত্তা ও মর্যাদা সহকারে সেখানে বসবাস করে আসছেন। এ বিষয়ে কুরআনী বর্ণনা সমূহ নিম্নরূপ:

আল্লাহ বলেন, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لاَّ تُشْرِكْ بِيْ شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْقَائِمِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ- (الحج ২৬)-

‘আর যখন আমরা ইবরাহীমকে বায়তুল্লাহর স্থান ঠিক করে দিয়ে বলেছিলাম যে, আমার সাথে কাউকে শরীক করো না এবং আমার গৃহকে পবিত্র রাখো তাওয়াফকারীদের জন্য, ছালাতে দন্ডায়মানদের জন্য ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য’ (হজ্জঃ ২৬)। আল্লাহ বলেন,

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ- لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ- (الحج ২৭-২৮)-

‘আর তুমি মানুষের মধ্যে হজ্জের ঘোষণা জারি করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং (দীর্ঘ সফরের কারণে) সর্বপ্রকার কৃশকায় উটের পিঠে সওয়ার হয়ে দূর-দূরান্ত হ’তে। যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং (কুরবানীর) নির্দিষ্ট দিনগুলিতে (১০, ১১, ১২,১৩ই যিলহাজ্জ) তাঁর দেওয়া চতুষ্পদ পশু সমূহ যবেহ করার সময় তাদের উপরে আল্লাহর নাম স্মরণ করে। অতঃপর তোমরা তা থেকে আহার কর এবং আহার করাও অভাবী ও দুস্থদেরকে’ (হজ্জঃ২৭-২৮)।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে কয়েকটি বিষয় জানা যায়।

যেমন- (১) বায়তুল্লাহ ও তার সন্নিকটে কোনরূপ শিরক করা চলবে না (২) এটি স্রেফ তাওয়াফকারী ও আল্লাহর ইবাদতকারীদের জন্য নির্দিষ্ট হবে (৩) এখানে কেবল মুমিন সম্প্রদায়কে হজ্জের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) মাক্বামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে এবং কোন কোন বর্ণনা মতে আবু কুবায়েস পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে দুই কানে আঙ্গুল ভরে সর্বশক্তি দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে চারদিকে ফিরে বারবার হজ্জের উক্ত ঘোষণা জারি করেন।

ইবনে আবী হাতেম ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম-কে হজ্জ ফরয হওয়ার কথা ঘোষণা করার আদেশ দেয়া হয়, তখন তিনি আল্লাহর কাছে আরয করলেনঃ এখানে তো জনমানবহীন প্রান্তর। ঘোষণা শোনার মত কেউ নেই; যেখানে জনবসতি আছে। সেখানে আমার আওয়াজ কিভাবে পৌছবে? জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ আপনার দায়িত্ব শুধু ঘোষণা করা। বিশ্বে পৌছানোর দায়িত্ব আমার। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলে আল্লাহ তা'আলা তা উচ্চ করে দেন।

কোন কোন বর্ণনায় আছে, তিনি আবু কুবাইস পাহাড়ে আরোহণ করে দুই কানে আঙ্গুলি রেখে ডানে-বামে এবং পূর্বপশ্চিমে মুখ করে বললেনঃ "লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তা গৃহ নির্মাণ করেছেন এবং তোমাদের উপর এই গৃহের হজ ফরয করেছেন। তোমরা সবাই পালনকর্তার আদেশ পালন কর।" এই বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে যে, ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম-এর এই আওয়াজ আল্লাহ তা'আলা বিশ্বের কোণে কোণে পৌছে দেন এবং শুধু তখনকার জীবিত মানুষ পর্যন্তই নয়; বরং ভবিষ্যতে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আগমনকারী ছিল, তাদের প্রত্যেকের কান পর্যন্ত এ আওয়াজ পৌছে দেয়া হয়। যার যার ভাগ্যে আল্লাহ্ তা'আলা হজ লিখে দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেই এই আওয়াজের জবাবে (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ) এ বলেছে। অর্থাৎ হাজির হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহুমা বলেনঃ ইবরাহিমী আওয়াজের জবাবই হচ্ছে হজ্জে 'লাব্বাইকা' বলার আসল ভিত্তি। [দেখুন: তাবারীঃ ১৪/১৪৪, হাকীম মুস্তাদরাকঃ ২/৩৮৮]

পরবর্তী নবীগণ এবং তাদের উম্মতগণও এই আদেশের অনুসারী ছিলেন। ঈসা আলাইহিস সালাম-এর পর যে সুদীর্ঘ জাহেলিয়াতের যুগ অতিবাহিত হয়েছে, তাতেও আরবের বাসিন্দারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও হজ্জের বিধান তেমনিভাবে পালন করেছে, যেমন ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম থেকে বর্ণিত ছিল। যদিও পরবর্তীতে আরবরা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় হজ্জের সঠিক পদ্ধতি পরিবর্তন করে নিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সে সমস্ত ভুলের সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

ইমাম বাগাভী হযরত ইবনু আববাসের সূত্রে বলেন যে, ইবরাহীমের উক্ত ঘোষণা আল্লাহ পাক সাথে সাথে বিশ্বের সকল প্রান্তে মানুষের কানে কানে পৌঁছে দেন। ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, ইবরাহীমী আহবানের জওয়াবই হচ্ছে হাজীদের ‘লাববায়েক আল্লা-হুম্মা লাববায়েক’ (হাযির, হে প্রভু আমি হাযির) বলার আসল ভিত্তি। সেদিন থেকে এযাবত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত হ’তে মানুষ চলেছে কা‘বার পথে কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ উটে, কেউ গাড়ীতে, কেউ বিমানে, কেউ জাহাযে ও কেউ অন্য পরিবহনে করে। আবরাহার মত অনেকে চেষ্টা করেও এ স্রোত কখনো ঠেকাতে পারেনি। পারবেও না কোনদিন ইনশাআল্লাহ। দিন-রাত, শীত-গ্রীষ্ম উপেক্ষা করে সর্বদা চলছে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও ছাফা-মারওয়ার সাঈ। আর হজ্জের পরে চলছে কুরবানী। এভাবে ইবরাহীম ও ইসমাঈলের স্মৃতি চির অম্লান হয়ে আছে মানব ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে। এক কালের চাষাবাদহীন বিজন পাহাড়ী উপত্যকা ইবরাহীমের দো‘আর বরকতে হয়ে উঠলো বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের সম্মিলন স্থল হিসাবে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُوْا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِيْنَ وَالْعَاكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ- (البقرة ১২৫)-

‘যখন আমরা কা‘বা গৃহকে লোকদের জন্য সম্মিলনস্থল ও শান্তিধামে পরিণত করলাম (আর বললাম,) তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর স্থানটিকে ছালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ কর। অতঃপর আমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, ই‘তেকাফকারী ও রুকূ-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর’ (বাক্বারাহ ২/১২৫)।

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيْلاً ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ - (البقرة ১২৬)-

‘(স্মরণ কর) যখন ইবরাহীম বলল, পরওয়ারদেগার! এ স্থানকে তুমি শান্তির নগরীতে পরিণত কর এবং এর অধিবাসীদেরকে তুমি ফল-ফলাদি দ্বারা রূযী দান কর- যারা তাদের মধ্যে আল্লাহ ও ক্বিয়ামত দিবসের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে। (আল্লাহ) বললেন, যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরকেও কিছু ভোগের সুযোগ দেব। অতঃপর তাদেরকে আমি যবরদস্তি জাহান্নামের আযাবে ঠেলে দেব। কতই না মন্দ ঠিকানা সেটা’ (বাক্বারাহ ২/১২৬)।

ইবরাহীমের উপরোক্ত প্রার্থনা অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِيْ وَبَنِيَّ أَنْ نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ- رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّيْ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ- (إبراهيم ৩৫-৩৬)-

‘যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার পালনকর্তা! এ শহরকে তুমি শান্তিময় করে দাও এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ’ (ইবরাহীম ৩৫)। ‘হে আমার পালনকর্তা! এরা (মূর্তিগুলো) অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে। অতএব যে আমার অনুসরণ করে, সে আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্যতা করে, নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ (ইবরাহীম ১৪/৩৬)।

অতঃপর কা‘বা গৃহ নির্মাণ শেষে পিতা-পুত্র মিলে যে প্রার্থনা করেন, তা যেমন ছিল অন্তরভেদী, তেমনি ছিল সুদূরপ্রসারী ফলদায়ক। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ- رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ- رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ- (البقرة ১২৭-১২৯)-

‘স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা‘বা গৃহের ভিত নির্মাণ করল এবং দো‘আ করল- ‘প্রভু হে! তুমি আমাদের (এই খিদমত) কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’। ‘হে প্রভু! তুমি আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহে পরিণত কর এবং আমাদের বংশধরগণের মধ্য থেকেও তোমার প্রতি একটা অনুগত দল সৃষ্টি কর। তুমি আমাদেরকে হজ্জের নীতি-নিয়ম শিখিয়ে দাও এবং আমাদের তওবা কবুল কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী ও দয়াবান’। ‘হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এদের মধ্য থেকেই এদের নিকটে একজন রাসূল প্রেরণ কর, যিনি তাদের নিকটে এসে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী ও দূরদৃষ্টিময়’ (বাক্বারাহ ২/১২৭-১২৯)।

ইবরাহীম ও ইসমাঈলের উপরোক্ত দো‘আ আল্লাহ কবুল করেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে তাদের বংশে চিরকাল একদল মুত্তাকী পরহেযগার মানুষের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। তাঁদের পরের সকল নবী তাঁদের বংশধর ছিলেন। কা‘বার খাদেম হিসাবেও চিরকাল তাদের বংশের একদল দ্বীনদার লোক সর্বদা নিয়োজিত ছিল। কা‘বার খেদমতের কারণেই তাদের সম্মান ও মর্যাদা সারা আরবে এমনকি আরবের বাইরেও বিস্তার লাভ করেছিল। আজও সঊদী বাদশাহদের লক্বব হ’ল ‘খাদেমুল হারামায়েন আশ-শারীফায়েন’ (দুই পবিত্র হরমের সেবক)। কেননা বাদশাহীতে নয়, হারামায়েন-এর সেবক হওয়াতেই গৌরব বেশী।

ইবরাহীমের দো‘আর ফসল হিসাবেই মক্কায় আগমন করেন বিশ্বনবী ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। তিনি বলতেন, ‘أَنَا دَعْوَةُ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ وَبُشْرَى عِيْسَى- আমি আমার পিতা ইবরাহীমের দো‘আর ফসল ও ঈসার সুসংবাদ’। আহমাদ ও ছহীহ ইবনে হিববান, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫৪৫।

এই মহানগরীটি সেই ইবরাহীমী যুগ থেকেই নিরাপদ ও কল্যাণময় নগরী হিসাবে অদ্যাবধি তার মর্যাদা বজায় রেখেছে। জাহেলী আরবরাও সর্বদা একে সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখত। এমনকি কোন হত্যাকারী এমনকি কোন পিতৃহন্তাও এখানে এসে আশ্রয় নিলে তারা তার প্রতিশোধ নিত না। হরমের সাথে সাথে এখানকার অধিবাসীরাও সর্বত্র সমাদৃত হ’তেন এবং আজও হয়ে থাকেন।

ইবরাহীম (আ)-এর মৃত্যু যন্ত্রণা

একটি জাল হাদীসে বলা হয়েছে, ইবরাহীম (আঃ) যখন তাঁর প্রভুর সাথে সাক্ষাত করেন তখন তিনি বলেন, হে ইবরাহীম, মৃত্যুকে কেমন বোধ করলে? তিনি বলেন, আমার অনুভব হলো যে, আমার চামড়া টেনে তুলে নেয়া হচ্ছে। তখন আল্লাহ বলেন, তোমার জন্য মৃত্যু যন্ত্রণাকে সহজ করা হয়েছিল তার পরেও এরূপ...। মুহাদ্দিসগণ একমত যে, কথাটি জাল। ইবনুল জাওযী, আল-মাউদূ‘আত ২/৩৯৬; যাহাবী, তারতীবুল মাউদূ‘আত,পৃ. ২৯৯; সুয়ূতী, আল-লাআলী ২/৪১৭; ইবনু আর্রাক, তানযীহ ২/৩৬২।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পর নবুওয়াত দীর্ঘকাল বনী ইসরাঈলের সাথে ছিল, যতক্ষণ না আল্লাহ তা’আলা হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমগ্র মানবজাতির জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেন এবং তাঁকে যেভাবে নির্দেশ দেন (অর্থের ব্যাখ্যা) তেমনভাবে প্রেরণ করেন:

বল, ’হে মানবমন্ডলী ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের নিকট আল্লাহর রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি’ (সূরা আ’রাফ : ১৫৮)

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইবরাহীমের ধর্ম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন।

"অতঃপর আমি আপনার প্রতি এই ওহী প্রেরণ করেছি যে, তোমরা ইবরাহীম (আব্রাহাম) হানীফের ধর্মের অনুসরণ কর এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না (মুশরিক, মুশরিক, কাফের)

সন্তানদের প্রতি ইবরাহীমের উপদেশ ছিল, তারা যেন ইসলাম ধর্মকে আঁকড়ে ধরে থাকে এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইসলামের আদেশ-নিষেধ মেনে চলে।

আল্লাহ তা’আলা বলেনঃ

"আর এ নির্দেশ দিয়েছিলেন ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সন্তানদের উপর এবং ইয়াকুব (আঃ) বলেন, হে আমার সন্তানেরা! আল্লাহ তোমাদের জন্য দ্বীন পছন্দ করেছেন, অতঃপর ইসলাম ধর্ম ব্যতীত মৃত্যুবরণ করো না’ (মুসলিম হিসেবে একেশ্বরবাদ) (সূরা বাকারা ২:১৩২]

আপনি বরকত নাযিল করুন ইবরাহীম ও তাঁর বংশধরদের উপর, নিশ্চয় আপনি প্রশংসিত, মহিমান্বিত।

ইবরাহীম (আঃ)-এর সময়ে জীবিত অন্যান্য নবীরা হলেন লুত, ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব। অতঃপর ইউসুফ, তারপর শোয়াইব, তারপর আইয়ূব, অতঃপর যুল-কিফল। অতঃপর আল্লাহ তা’আলা মূসা (আঃ) ও হারূন রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রেরণ করলেন।

কিভাবে একজন মৃত সন্তান ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে থাকবে এবং একই সাথে তার কবর যিয়ারতকারীদের সম্পর্কে সচেতন থাকবে?

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

এটা প্রমাণিত যে, কোনো মুসলিম শিশু মারা গেলে সে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে বাগানে থাকবে।

সামুরাহ ইবনে জুনদুব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায়ই সাহাবায়ে কেরামকে বলতেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি স্বপ্ন দেখেছ? আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করতেন, তাকে বলে দিতেন (সে যে স্বপ্ন দেখেছে)। একদিন তিনি বললেনঃ

তিনি বলেন, 'গত রাতে দুজন লোক এসে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছে। তারা বলল, চলো, চলো! অতঃপর আমরা রওনা হলাম এবং বসন্তের নানা রঙের সবুজ বাগানে এসে পৌঁছলাম। বাগানের মাঝখানে একজন অতি লম্বা লোক ছিল, যাহার মাথা আমি তার বিশাল উচ্চতার কারণে খুব কমই দেখতে পাচ্ছিলাম, এবং তার চারপাশে এত বড় সংখ্যার বাচ্চা ছিল যা আমি কখনও দেখিনি। আমি আমার সঙ্গীদের বললাম, এটা কি এবং এরা কারা? কিন্তু তারা আমাকে বলেছিল: চলো, চলো...... আমি তাদের বললাম, আজ রাতে আমি অনেক আশ্চর্য জিনিস দেখেছি। আমি যা দেখেছি তার মানে কি? তারা বলল, 'আমরা আপনাকে বলব...

... আর তোমরা বাগানে যে লম্বা লোকটিকে দেখেছ, সে ইবরাহীম এবং তার চারপাশের শিশুরা হচ্ছে সেই শিশু, যারা ফিতরাত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। কিছু মুসলমান বলল, হে আল্লাহর রাসূল, মুশরিকদের সন্তানদের কি হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ এবং মুশরিকের সন্তানদেরও।[সহিহ বুখারী (৭০৪৭) বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ

মৃত ব্যক্তি জীবিত ব্যক্তির সালাম শ্রবণ করা এবং তার কবর যিয়ারত করার ব্যাপারে অবগত থাকা সম্পর্কে এ বিষয়ে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। আমরা ইতিপূর্বে ব্যাখ্যা করেছি যে, 111939 নং প্রশ্নের উত্তরে বেশ কয়েকজন আলেম এই অভিমত পোষণ করেছেন যে, মৃত ব্যক্তি জীবিতের আগমন সম্পর্কে অবগত আছেন।

ঘটনা যাই হোক না কেন, এ জাতীয় বিষয়গুলির খুব গভীরে প্রবেশ করা এবং তিনি কীভাবে এটি জানেন বা এটি সম্পর্কে সচেতন তা জানার চেষ্টা করা সমীচীন নয়, এবং অনুরূপ, কারণ আল-বারযাখের রাজ্য অদৃশ্যের রাজ্যের অংশ, যার বিশদ বিবরণ আমাদের ভাল ধর্মীয় গ্রন্থ ব্যতীত জানার কোনও উপায় নেই। যথা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ।

তবে বলা যেতে পারে যে, মুসলমানদের সন্তানদের ব্যাপারে তাদের আত্মা ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে থাকলেও কবরে থাকা তাদের দেহের সাথে কোন না কোন সম্পর্ক রয়েছে। শহীদদের আত্মা এবং মৃতদের মধ্যে অন্যদের আত্মা সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে, কারণ আত্মার দেহের সাথে কিছু ধরণের সংযোগ রয়েছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ মুমিনদের আত্মা জান্নাতে থাকলেও আল্লাহর অনুমতিক্রমে দেহের সাথে সম্পর্ক রাখে, তবে দীর্ঘ সময়ের জন্য নয়, যেমন ফেরেশতারা চোখের পলকে অবতরণ করতে পারে।

মালেক (রহঃ) বললেনঃ আমি শুনেছি আত্মা মুক্ত এবং সে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে।

অতঃপর হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, এটি কবরের চারপাশে অবস্থিত এবং তা জান্নাতে রয়েছে এবং দুটোই সত্য।

আস-সিহাহে বলা হয়েছে যে মৃত্যুর পরে আত্মা দেহে ফিরে আসবে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, এবং প্রতিক্রিয়া জানাবে, সুতরাং এটি নিঃসন্দেহে দেহের সাথে সংযুক্ত। আর আল্লাহই ভালো জানেন...আল-ফাতাওয়া আল-মাসরিয়্যাহ (১৯০) থেকে শেষ উদ্ধৃতি।আর আল্লাহই ভালো জানেন।

ইবরাহীম (আঃ) এর কিতাব কি?-১

উত্তর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কিতাব হচ্ছে সেই কিতাব, যা আল্লাহ তাঁর নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর নাযিল করেছিলেন। পণ্ডিতদের মতে, তাদের মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার বেশিরভাগই ছিল উপদেশ, প্রজ্ঞা এবং শিক্ষা।

আমাদের পালনকর্তা, যিনি মহিমান্বিত ও মহিমান্বিত হোন, কুরআনে সেগুলোর উল্লেখ করেছেন বহু স্থানে, যার মধ্যে কিছু লোককে সাধারণ পরিভাষায় এবং কিছু নির্দিষ্ট পরিভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে।

সাধারণ পরিভাষা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "বলুন, আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও আসবাতের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, যা মূসা ও ঈসাকে দেয়া হয়েছে এবং যা নবীগণকে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে। আমরা তাদের কোনো একজনের মধ্যেও পার্থক্য করি না এবং তাঁরই কাছে (ইসলামে) আত্মসমর্পণ করেছি। [2:136]

আর তিনি বলেনঃ "আপনি বলুন, আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহর উপর এবং যা আমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও আসবাতের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মূসাকে, ঈসাকে ও নবীগণকে তাঁদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল। আমরা তাদের কোনো একজনের মধ্যে পার্থক্য করি না এবং তাঁরই কাছে (ইসলামে) আত্নসমর্পণ করেছি। [3:84].

যে স্থানে তাদের কথা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তা সূরা নাজমে রয়েছে, যেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"তুমি কি তাকে দেখেছ, যে [ইসলাম থেকে] ফিরে গেছে?
আর একটু দিলেন, তারপর থেমে গেলেন (দিলেন)?
তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে দেখতে পায়?
অথবা মূসার কিতাবে যা আছে তা সে সম্পর্কে তাকে অবহিত করা হয় না,
আর ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কে যিনি যা কিছু করতে বা পৌঁছে দিয়েছিলেন তা পূর্ণ করেছিলেন:
কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি (পাপে) অন্যের বোঝা বহন করবে না।
আর ঐ ব্যক্তির জন্য সে যা করে (ভালো বা মন্দ) তা ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না।
আর তার কৃতকর্ম পরিদর্শনই করা হবে।
অতঃপর তাকে পূর্ণ ও উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে। [53: 33 – 41]

ইবরাহীম (আঃ) এর কিতাব কি?-২

আর সূরা আল-আ’লা মহান আল্লাহ তা’আলা বলেন:

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি (বহু-ঈশ্বরবাদ পরিহার করে এবং ইসলামী একেশ্বরবাদ মেনে নিয়ে) নিজেকে পরিশুদ্ধ করবে, সে অবশ্যই সফলকাম হবে।
আর তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে (আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত করে না) এবং নামায (পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায ও নামাযে) নামায আদায় করে।
বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও।যদিও আখেরাত উত্তম ও স্থায়ী।
নিশ্চয়ই এটা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে আছে-ইবরাহীম ও মূসা (আঃ)-এর কিতাব। [87:14-19].

ইবনে জারির আত-তাবারী (রহঃ) বলেন:

এখানে কিতাব বলতে যা বুঝানো হয়েছে তা হলো ইবরাহীম ও মূসার কিতাবসমূহ। শেষ উদ্ধৃতি। জামে আল-বায়ান ।

আল্লামা আল-আমীন আল-শানকীতী (রহঃ) বলেন:

“... আর যা ইবরাহীমের নিকট অবতীর্ণ হয়েছিলঃ ইবরাহীমের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়নি, বরং সূরা আ’লাতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, এটি কিতাব ছিল এবং ঐ কিতাবসমূহে যা বলা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে: "বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও, যদিও পরকাল উত্তম ও স্থায়ী" এবং এটি সেই আয়াতে রয়েছে যেখানে আল্লাহ বলেন:

"নিশ্চয়ই এটা পূর্ববর্তী কিতাবে আছে-
ইবরাহীম ও মূসা (আঃ)-এর কিতাব। [৮৭:১৪-১৯] আদওয়াউল বায়ান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এর নাযিলের ইতিহাস সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, যেমন ওয়াথিলা ইবনুল আসকা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: ইবরাহীম (আঃ) এর কিতাব রমজানের প্রথম রাতে নাযিল হয়েছে। তাওরাত রমজানের ষষ্ঠ তারিখে অবতীর্ণ হয়, ইঞ্জিল রমজানের ১৩ তারিখে এবং কুরআন নাজিল হয় রমজানের ২৪ তারিখে।

ইবরাহীম (আঃ) এর কিতাব কি?-৩

কিছু দুর্বল হাদীসে (বর্ণনা) এবং তাবেঈন (উত্তরসূরীদের) থেকে কিছু রিপোর্টে ইবরাহীমের কিতাব থেকে উদ্ধৃতি রয়েছে এবং খুব সম্ভবত এগুলি বনী ইসরাঈলের কিতাব থেকে বর্ণিত হয়েছে, যদিও তারা সুস্থ হয়, তবুও ইঙ্গিত দেয় যে ইবরাহীমের কিতাবের মূল বিষয় হ’ল হিকমত এবং উপদেশ।

দাউদ ইবনে হিলাল আল-নুসাইবি বলেন:

ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কিতাবে লেখা আছে:

"হে দুনিয়া, তুমি যে সৎকর্মশীলদের কাছে নিজেকে সাজিয়ে রেখেছ তার কাছে তুমি কতই না তুচ্ছ। আমি তাদের অন্তরে সৃষ্টি করেছি আপনার প্রতি ঘৃণা ও আপনার প্রতি বিতৃষ্ণা। সৃষ্টিতে আমার কাছে তোমার চেয়ে তুচ্ছ আর কিছুই নেই। তোমার সবকিছুই তুচ্ছ; তুমি ধ্বংস হতে বাধ্য; আমি যেদিন সৃষ্টি করেছি সেদিনই আমি নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম যে, তুমি কারো জন্য স্থায়ী হবে না এবং তোমার জন্য কেউ স্থায়ী হবে না, আর যে তোমাকে ভালোবাসে সে যদি তোমাকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে, তবুও সেই সৎকর্মশীলদের জন্য সুসংবাদ দাও, যারা আমাকে দেখিয়েছে যে তাদের অন্তরে তাদের সন্তুষ্টি রয়েছে এবং তারা আমাকে দেখিয়েছে যে তাদের মধ্যে আন্তরিকতা ও ন্যায়পরায়ণতা রয়েছে। তাদেরকে সুসংবাদ দিচ্ছিঃ কবর থেকে তারা যখন আমার কাছে আসে তখন তাদের সামনে প্রবাহিত নূর ও তাদের চারপাশে থাকা ফেরেশতাগণ ব্যতীত আমার জন্য কোন প্রতিদান থাকবে না, যতক্ষণ না আমি তাদেরকে আমার রহমত থেকে তারা যা আশা করে তা দান করি। আল-যুহদ, ইবনে আবিল দুনিয়া রচিত।

"আল-মাওসুআ আল-ফিকহিয়্যাহ" গ্রন্থে এসেছে: "ইবরাহীম ও দাউদ এর কিতাব সম্পর্কে, এগুলি ছিল উপদেশ ও হিতোপদেশ, এতে কোনও হুকুম নেই, সুতরাং এগুলি এমন বইগুলির অন্তর্ভুক্ত নয় যার মধ্যে বিধান রয়েছে। শেষ উদ্ধৃতি।

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

ইবরাহীম (আঃ)-এর কিতাব হচ্ছে কিতাব, যা আল্লাহ ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যাতে উপদেশ ও বিধান রয়েছে। শেষ উদ্ধৃতি। লিকাতুল বাব ইল মাফতুহাহ। আর আল্লাহই ভালো জানেন।

جزاكم الله خيرا